কলকাতার বইমেলায় তোমার অভিজ্ঞতা-২ : ক্লাস ৭-৮

(আরএস৩এনডি৭)

উফঃ !! সেই কুড়ি মিনিট ধরে একই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বাসটা। একটুও নড়ছে না। সামনে নাকি বইমেলার জন্য যানজট। এই কথাই হরেক মানুষ হরেক রকম সুরে অঙ্গভঙ্গি করে মন্তব্য করছে। কিন্তু আমি তো একটি কথাও বলতে পারব না। কেন জানো? আমার গন্তব্য যে বইমেলাই। আজ তাকে অশ্রদ্ধা করলে সে যদি আমার উপর অভিমান করে কী হবে তাহলে। তাই কিছু না বলাতেই সে বোধহয় খুশি হয়েই সামনের রাস্তাটা ফাঁকা করে দিল। কিন্তু ও আমার পোড়া কপাল !! এ যে দেখি প্রবেশ পথে বিশাল লাইন লোকের। যাহোক তা হুড়মুড় করে ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। আসলে কী জান বইবন্ধুদের সঙ্গে কতদিন পর কথা হবে তাই আর কী অনেক গোপন কথা জমে রয়েছে কী না!

প্রথমে আনন্দ পাবলিকেসনের বিশাল লাইন পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। একটা বই বেছে নিয়ে ভাবছি তাকে বাড়িতে নিয়ে যাব, অমনি হঠাৎ মনে হল এ মা! অন্য বইবন্ধুরাতো বড্ড রেগে যাবে। তাদেরকেও তো বাড়ি নিয়ে যেতে হবে নইলে বড় মুশকিল। তাই তড়িঘড়ি 'দেজ' স্টলের দিকে এগুলাম। সেখানেও বেশ কয়েকটা বইকে আমার স্কুল আর বাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসব বলে নিলাম। 'শিশু সাহিত্য সংসদের' দিকে এগুতেই দেখি ওমা! আচ্ছা লোক তো এরা বইবন্ধুদের একটুও ভালোবাসে না বোধহয় তাই শুধু গল্পই করছে আর খেয়েই চলেছে। আমার বড্ড রাগ হল 'তা গল্প করছ কর না, মিছামিছি এখানে এসে বইবন্ধুদের কষ্টদেওয়ার মানেটা কী?'

এইভাবে ক্রমে সময় যাচ্ছে আর একসময় যখন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখা *কুঞ্জ পুকুর কান্ড* বইয়ে ডুবে গেছি ঘড়িবাবু তড়িঘরি বলল 'ও গো খুকু ৮টা তো বাজে এবার যে মুখটি ফেরাতে হবে।' যাওয়ার সময় বুঝি আমার পা দুটো, আমার মনের কোনে, বাড়ি যাওয়ার অনিচ্ছাটা ধরে ফেলেছে তাই হাঁটতে হাঁটতে বারবার কাদার মধ্যে জুতোটা আটকে দিচ্ছে জানো তো।

(ক) আরকেড ইনফোটেক ২০১৪